৭৭

দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সরকারী কলেজে বাড়তি ফি

কলেজ ও স্কুল কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে অনেক অভিযোগই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। এতে অধিক ফি নেবার অভিযোগ পুনরাবৃত্তি হতে হতে এখন যেন স্বীকৃতির পর্যায় পৌঁছেছে। কারণ কোন কালেই কোন স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ধরনের খবরের প্রতিবাদ করেন না। তবুও অনেক সময় সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ বিশ্বাস করা কষ্ট-সাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

পত্রিকান্তরে এ ধরনের সুস্পষ্ট অভিযোগ আছে বরিশাল সরকারী ব্রজমোহন কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে বাড়তি ফি নেবার অভিযোগ সম্পর্কে ছাত্ররা স্মারকলিপি দিয়েছে অধ্যক্ষের কাছে। এই স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে এ বছর কলেজের বিভিন্ন বিভাগের অতিরিক্ত সেমিনার ফি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার ফি নেয়া হয়েছে। অনার্সের একজন ছাত্রকে দ্বিতীয় পর্যায় অতিক্রম করতে তিনবার সেমিনার ফি দিতে হয়েছে। আবার ফাইনাল পরীক্ষার সময় খাওয়া খরচ বাবত ৩শ থেকে ৪শ টাকা। একটি পত্রের টেষ্ট পরীক্ষার জন্য ৫০ টাকা। অকৃতকার্যদের ১০০ টাকা এবং পরীক্ষা না দিলে ৩শ টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এ সকল টাকার নাকি রসিদ দেয়া হয়নি। এছাড়াও অভিযোগ আছে একটি ছাত্রী নিবাস সম্পর্কে। সে ছাত্রী নিবাসে নাকি এক সিট দুজনকে বরাদ্দ করে দ্বিগুণ টাকা আদায় করা হয়।

বরিশাল বিএম কলেজ সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ সাধারণভাবে বিশ্বাসযোগ্য না হবারই কথা। তবে এ ধরনের অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন হলে লিখিতভাবে স্মারকলিপি প্রদানও স্বাভাবিক নয়। তাই নিঃসন্দেহে এ ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কিছু করণীয় থাকে।

এ ধরনের কথা উল্লেখ করতে হয় একটি বিশেষ পটভূমিতে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে দেশে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। রেজিস্ট্রেশন নিয়ে প্রতি বছর কেলেংকারি হচ্ছে। এই কেলেংকারির অভিযোগে বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারী এবং বেসরকারী স্কুল কলেজের অসংখ্য শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক তিক্ত হচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশে ক্ষুণ্ন হয়েছে। আশা করা হয়েছিল যে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন কিছু ঘটবে না। কারণ সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব ব্যয়ই সরকার বহন করে থাকে। তাই কোন অজুহাতেই হিসাব ছাড়া বা রসিদবিহীন কোন অর্থ আদায়ের সুযোগ এই প্রতিষ্ঠানের নেই।

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই বাড়তি টাকা আদায়ের ব্যাধি সরকারী প্রতিষ্ঠানেও ছড়িয়ে গেছে। তাই প্রতিবছর ফরম পূরণের সময় সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও বাড়তি টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠছে। আর কোন মহল এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করছেন না বলে শেষ পর্যন্ত বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের মত একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ উঠছে। এবং মনে করার কারণ ঘটছে যে শিক্ষার পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখতে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে টাকা অর্থাৎ অর্থ অনেক ক্ষেত্রে অনর্থ ঘটায়। সে অর্থ বে-হিসাবী হলে বিভ্রান্তি এবং সংশয় সৃষ্টি করে। তাই এ ব্যাপারে কোন কিছু করতে হলে জরুরী ভিত্তিতেই করতে হবে। আশা করব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ কাজটি করবেন।

আমীর হোসেন
যাত্রাবাড়ি,
ঢাকা।